Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 46 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 46 - 53
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রকাব্যে বৌদ্ধযুগ ও বৌদ্ধ অনুষঙ্গ

কিশোরী মণ্ডল
প্রাক্তন ছাত্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: kishorimondal30@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Buddhist Era, Buddhist Philosophy, Narratives, Characters, Book Name, Jataka Tales and Poetry.

Abstract
Time waits for none. It loves to follow its own rule and that is why as a natural rule we came in the modern age and presently living in the 21st century. But the impression and history of the past continuously influence our mind and thoughts that reflect in the literature. Country after country and even across the world the people are much interested in the present and future but they can never deny the past especially when they are alone. Here we can say that probably people want to feel and cherish the true meaning of life remembering the history. Rabindranath Tagore, the Nobel laureate, also does not go out of rhythm. He is not exceptional. He was also influenced by the past. The Buddhist, Vedic and Upanishad eras were very notable and important periods in ancient India. We can see the influence of Veda and Upanishad in Tagore's literature but we can also see the influence of the Buddhist era greatly. Tagore was mesmerized with the Buddhist culture, customs, virtues, dignity, morality, philosophy, teachings and lessons and mostly the virtues of sacrifice and renunciation of Gautama Buddha. As a result, we can observe that a great portion of Tagore's literature is occupied with the characters, events and history of the Buddhist era. This paper attempts to explore how Tagore uses the elements of Buddhist culture, creed and adherence in his poetry and other genre of literature. The main objectives of this paper are to find out Tagore's attraction to the Buddhist era, to explore the implication of the Buddhist culture, characters and philosophy in Tagore's literature and finally to find out the outcome of the Buddhist philosophy and adherence in Tagore's life and poetry.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 46 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

"আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
দৈবে হতাম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে।"[১]

এই আক্ষেপের সুর থেকে সহজেই অনুমেয় যে, সময় ও যুগের প্রতি কবির আকর্ষণ ছিল। আক্ষেপ করাটাই তো স্বাভাবিক কারণ সময় অপ্রতিরোধ্য। সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না, সে তার নিজের নিয়মেই চলতে ভালোবাসে। তাই ইতিহাসের কালের নিয়মে, যুগের নিয়মে, যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে আমরা এখন আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছি। কিন্তু ফেলে আসা যুগের ইতিহাসের ছাপ আমাদের মননে, চিন্তনে, স্মৃতিতে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে আছে। যুগের পর যুগের ইতিহাসকে জীবিত রাখতে পারে একমাত্র সাহিত্যই। সাহিত্য রচনা করে থাকেন সাহিত্যিকরা, বাংলা সাহিত্যের যুগ বলতে গেলে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। কিন্তু এই প্রচলিত যুগের বাইরেও সাহিত্য জগতের ধর্মীয় অনুশাসন, ক্ষমতার অনুশাসন, ঔপনিবেশিক অনুশাসনে প্রভৃতি কারণে যুগের নামেরও সূচনা হয়েছে, তেমনি প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগের প্রসঙ্গ আছে। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সময়ে বহু ঋষি, মনীষী, দার্শনিক ও পণ্ডিত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এই সমস্ত মনীষীদের কর্মকাণ্ড, দর্শন, ধর্ম, রীতিনীতি, আদর্শ দ্বারা ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য মানব ইতিহাস অমর হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শ ও সৃষ্টি এতটাই মহৎ হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে তাদের নামেই একটা যুগের নামকরণও হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে যুগের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই পরবর্তীকালে বিদগ্ধ মানুষেরা সেই পুরানো বা ফেলে আসা যুগের কাছে তাই ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং সেই যুগের মনীষীদের কর্মযজ্ঞে, দর্শনে বা তাদের নৈতিক আদর্শের কাছে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে পুরানো ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকার সূত্রে জীবিত রাখার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তেমনি আধুনিক যুগের অনেক কিংবদন্তি সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রবন্ধকার তারা তাঁদের ফেলে আসা যুগের কাছে ফিরে গেছেন। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসের কাহিনী স্থান পেয়েছে আধুনিক যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবিদের রচনায়।এখানে বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম, যেমন - কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), কালিদাস রায় (১৮০৯-১৯৭৫) প্রভৃতি। আবার নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় বৌদ্ধযুগের কাহিনী বা চরিত্রকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। এছাড়াও অনেকেই আছেন ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার বিদ্বজনেরাও বৌদ্ধ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের অনেকের রচনায় গৌতম বুদ্ধ (আনুমানিক ৫৬৬-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্ব), সম্রাট অশোক (৩০৪-২৩২), বিজয়সিংহ প্রভৃতি চরিত্র উঠে এসেছে। তবে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্ববন্দিত মহামান্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), যিনি বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বন করে বৌদ্ধদর্শন, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করেছেন তা অন্যদের তুলনায় তিনি অনেক যোজন এগিয়ে। মানুষের কাছে ঠাকুর পরিবারের বুদ্ধ ও বৌদ্ধচর্চার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ইতিহাস বহনকারী হিসেবে পরিচিত, কেননা বৌদ্ধযুগের ইতিহাস, বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্য ও মননশীলতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোষ্ঠ্য ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) তাঁকে বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনায় উৎসাহিত করেছিল। এছাড়াও তাঁহার অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪২-১৯২৩) রচিত *বৌদ্ধধর্ম* (১৯০১) রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ যুগের পটভূমি সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) ও কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন (১৮৪৭-১৮৯৫) ঠাকুর পরিবারে আসতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচিত *The Sanskrit*

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 46 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Buddhists Literature of Nepal (১৮৮২) গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে খুবই মূল্যবান ও অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। কৃষ্ণবিহারী সেনের *অশোকচরিত* (১৮৯২) গ্রন্থটিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আকর্ষিত করেছিল। তাই বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পরিবারে আবিভূত হয়েছিলেন সেই পরিবারের মধ্যে অচিরেই বৌদ্ধসাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ বহমান ছিল। বৌদ্ধযুগের কথা বলতে হলে মহামানব গৌতম বুদ্ধের প্রসঙ্গ অজান্তেই পাঠকের কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই বৌদ্ধযুগকে ফিরে দেখতে গেলে ও তাকে বর্ণনা করতে গেলে বৌদ্ধ সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রসঙ্গের আলোচনা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, নাট্যে, প্রবন্ধে ও উপন্যাসে অর্থাৎ রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস সম্পর্কিত নানা কাহিনী তার সাহিত্যে নানা ভাবে নানা রঙে চিচিত্র হয়ে আছে। তাঁর বিভিন্ন রচনায় বৌদ্ধযুগের শ্রেষ্ঠ মহামানব গৌতম বুদ্ধের কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে। রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করলে বোঝা যাবে বৌদ্ধদর্শনের প্রতি ও বুদ্ধদেবের সাম্য, মৈত্রীর, করুণা, মানবতার বাণী, দয়া, ও আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণের প্রতি রবীন্দ্রনাথ মোহমুগ্ধ ছিলেন। বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বৌদ্ধযুগের নানা কাহিনীকে কেন্দ্র করে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। বৌদ্ধযুগকে রবীন্দ্রনাথ সুবর্ণযুগ রূপে গ্রহণ করেছিলেন, আবার অপরদিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) আদি যুগকে বৌদ্ধযুগ বলে অভিহিত করেছেন। এই নিবন্ধে রবীন্দ্রানুভূতিতে বৌদ্ধযুগের স্মৃতি ও অনুষঙ্গ কতটা ফিরে এসেছে তা দেখার বিষয়।

আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে অন্তরের গভীর স্পর্শে অনুধাবন করে যিনি তাঁর সাহিত্যে অসামান্য সাক্ষ্য রেখেছেন তিনি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন প্রতিভার বৌদ্ধ যুগের প্রতি ফিরে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। যদিও তার পরিবারের পরিবেশ ছিল একটি সুস্থ শিক্ষাঙ্গন ও সংস্কৃতিপূর্ণ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প সাহিত্যের পীঠস্থান। সেই পরিবারের সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ তার বাল্যকাল থেকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষিত হতে থাকেন। কৈশোর জীবনে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অন্তরঙ্গ হতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নেপাল থেকে সংগৃহীত বৌদ্ধ সাহিত্যের অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও হরপ্রসাদশাস্ত্রীকৃত অবদান সাহিত্য সংক্ষেপ করে দেওয়ার পর সেই সংক্ষিপ্ত রচনার ফল - *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থটি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। তাঁর বহু নাটকে ও কাব্যের উপাদানের রসদ এই গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও সেসময়ে বুদ্ধিজীবীদের বৌদ্ধচর্চামূলক বহু গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল।

ভারতবর্ষ ছিল বৌদ্ধময়, বৌদ্ধ ধর্ম আসলে ভারতীয়ত্বের ধারণা কে ত্বরান্বিত করে থাকে।বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণাকে তো এই বৌদ্ধ দর্শনকেই মনে করিয়ে দেয়। বৌদ্ধধর্ম আসলে ভারতীয় ধর্ম এবং সেটি ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশ থেকে দেশান্তরে মানুষ যতই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন থাকুক না কেন, কখনো কখনো একাকীত্ব নিরিবিলি জীবনে অনেক সময় অতীতের স্মৃতি রোমন্থনকে এড়াতে পারেন না। হয়তো মানুষ অতীতকে স্মরণ করে জীবনকে উপলব্ধি করতে চায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্যতিক্রম নয় কারণ তিনিও মানুষ। তিনি পুরানোর মধ্যে নতুনকে খুঁজতে চেয়েছিলেন। পুরানো ঐতিহ্য ও দর্শনের খোঁজে পিছনের দিকে ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যচর্চার রসদ খুঁজে পেয়েছিলেন। জীবনে চলার পথে হঠাৎ গতিটি থামিয়ে একবার পিছনে ফিরে দেখার প্রবণতা আছে মানুষের। এই গতিভঙ্গের উদ্দেশ্য নিছক বিশ্রাম সুখ নয়, অতীত থেকে আরোহন। রাবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রকে উর্বর করে তোলার জন্যে বৌদ্ধযুগকে ফিরে দেখেছেন যখন তাঁর প্রয়োজন পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন হিমালয় থেকে ফিরে এসে ব্রাহ্ম সমাজের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন তখনই তাঁর নজরে আসে যে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে কিছু মিল আছে। এখান থেকে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রতি কৌতূহলী হয়ে পড়েন। সিংহল বুদ্ধচর্চার কেন্দ্রভূমি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) সিংহলে এই দীপময় ভূমিতে বিচরণ করে তিনি বৌদ্ধধর্মে উদার বিশ্বমৈত্রীর দ্বারা আকর্ষিত হয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের বৌদ্ধচর্চার উল্লেখযোগ্য নাম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সিংহলে ভ্রমণের কালে বৌদ্ধধর্মের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ রচনা করেন *বৌদ্ধধর্ম* (১৯০১) গ্রন্থটি। অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮২৪-১৯৪৬) রচিত *আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের ঘাত-প্রতিঘাত* (১৮৯৯) বিষয়ক পুস্তকটি ঠাকুর পরিবারের অন্যতম সম্পদও বটে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে ঠাকুর পরিবারে বৌদ্ধচর্চার বিকশিত হওয়ার যে বিবরণ দেওয়া হল তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মের পর এই চর্চা আরো প্রবলভাবে চলেছিল। অতএব বলা যায়,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরানো ঐতিহ্য ও ঠাকুর পরিবারের বৌদ্ধচর্চা ও সংস্কৃতিকে নিজের কাঁধে বহন করে নিয়ে যেতে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রানুভূতিতে বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্রর প্রয়োগ নানাভাবে নানা আঙ্গিকে এসেছে। বিভিন্নরকম ভাবে বৌদ্ধযুগের কাহিনী ও চরিত্রগুলি তাঁর সাহিত্যে ঘুরে ফিরে এসেছে কালের নিয়মে তা কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো চরিত্রের পিছনে ছায়া সঙ্গী হিসেবে। বৌদ্ধ সাহিত্যের মূল উপাদান *জাতক কাহিনী* ও *মহাবস্তু অবদান*। এই বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য স্পষ্ট করা উচিত। বৌদ্ধ সাহিত্যে *জাতক* ও *অবদান* দুটির খুব মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। জাতকের মূল অর্থ জন্ম কিন্তু বৌদ্ধতত্ত্বে জাতকের অর্থ বুদ্ধের পূর্বজন্ম এবং এই গল্পগুলিকে বলা যায় অতীতের কথা। প্রত্যেক গল্পেই গৌতম বুদ্ধকে বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এবার আসব *অবদান* শব্দে। *অবদান* শব্দটির উৎপত্তি *অপাদান* থেকে। M.Winternitz (১৮৬৩-১৯৩৭) তাই শো বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যায় লিখেছিলেন যে অবদানকে ধরা যায় বুদ্ধের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী যাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য কর্মের নিয়মাবলী প্রচার। বৌদ্ধ সাহিত্য এই দুটি উপাদানের উপরে নির্ভর করে তাঁদের সাহিত্যসম্ভার সম্মৃদ্ধ করেছেন।আর রবীন্দ্র সাহিত্যেও আমরা দেখব এই দুটি বৌদ্ধযুগের সাহিত্যের উপাদানের উপর নির্ভর করে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল সেখান থেকে কাহিনী ও চরিত্রের প্রভৃতি তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তবে এই সমস্ত আখ্যানের উপর নির্ভর করে সাহিত্যের কাহিনী নির্মাণ করেছেন আবার মূল কাহিনীর সাথে পরিবর্তন ও পরিবর্জনও করেছেন তাঁর নিজস্ব প্রতিভার জাদুবলে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্রের রমরমা দেখা যায়, যদি কাব্য সাহিত্যের উপর নজর রেখে সেই সমস্ত কাহিনী ও চরিত্রের খোঁজ করি তবে বিষয়টি পাঠকের কাছে সুবিধা হবে। *কথা ও কাহিনী* (১৯০০), *জন্মদিনে* (১৯৪১), *পরিশেষ* (১৯৩২), *পুনশ্চ* (১৯৩২) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেবের মহানুভবতা, বৌদ্ধযুগের মহৎ ঘটনাবলী ও বহির্ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ণতামুখী সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রকাশ সাহিত্যে প্রতিভাত হয়ে আছে কবির ভাব ও বোধির সমন্বয়ে। রবীন্দ্রনাথের *কথা ও কাহিনী* (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম কবিতা 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতাটির মূল কাহিনী 'অবদানশতক' থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কবিতার যে সমস্ত চরিত্র ও স্থানের নাম উল্লেখ আছে তা বৌদ্ধযুগের নিদর্শন। শ্রাবস্তীপুর, বিশাল নগরীর মতো জায়গার নাম উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুক অনাথপিণ্ডদ ও বুদ্ধের এইসমস্ত চরিত্রের উল্লেখ আছে। শিষ্য আনন্দের মতো অনাথপিণ্ডদও বুদ্ধের একজন অন্যতম শিষ্য ছিলেন। 'মস্তকবিক্রয়' কবিতাটির উৎস 'মহাবস্তু' অবদানের অন্তর্গত 'অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্য জাতক' উপাখ্যান থেকে। এখানে কোশলরাজ ও কাশীরাজের প্রসঙ্গ এসেছে যা বৌদ্ধযুগের উল্লেখযোগ্য স্থান ও চরিত্রের

নাম। 'পূজারিণী' কবিতাটি অবদানশতকের অন্তর্গত 'শ্রীমতী' নামক আখ্যানের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে রচিত। এখানে যেসব চরিত্রের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় তাহলো নৃপতি বিম্বিসার, বুদ্ধ, রাজা অজাতশত্রু ও শ্রীমতী। *অভিসার* কবিতাটি উৎস কাশ্মীর কবি ক্ষেমেন্দ্রের (৯৯০-১০৭০) *বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা*। গ্রন্থটি পরবর্তীতে শরৎচন্দ্র দাস (১৮৪৯-১৯১৭) দ্বারা তিনটে খণ্ডে (১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৪) অনূদিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এখানে অবদান কল্পলতার অনেক অংশ বর্জন করেছিলেন। কবিতার উল্লেখিত চরিত্র সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, বাসবদত্তা ও স্থান হিসেবে মথুরানগরীর উল্লেখ আছে। এই কবিতা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'পরিশোধ' কবিতার কাহিনী মহাবস্তু অবদানের অন্তর্গত 'শ্যামাজাতক' আখ্যান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কবিতায় বজ্রসেনের উল্লেখ পাই। 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটি কাহিনী দিব্যাবদানমালার ছত্রিশ সংখ্যক অবদান 'মাকন্দিকা অবদান' এর একটি উপশাখা 'শ্যামাবতী'র আখ্যান থেকে নেওয়া হয়েছে। কাশ্মীর রাজের প্রসঙ্গ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটি অবদানকাহিনীর সার্থক উন্নয়ন। 'মূল্যপ্রাপ্তি' অবদানশতকের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মালী, ভগবান বুদ্ধ ও রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ চরিত্রের উল্লেখ আছে। 'নগরলক্ষ্মী' কবিতাটির উৎস *কল্পদ্রুমাবদান।* শ্রাবস্তীপুরের উল্লেখের পাশাপাশি রত্নাকর শেঠ, সামন্ত জয়সেন, ধর্মপাল, বুদ্ধ, ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া প্রভৃতি চরিত্র কবিতাটিতে আছে। *জন্মদিনে* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে' শিরোনামে কবিতার বিষয়বস্তুতে উল্লেখ আছে যে, কবির বার্তা শুনে বুদ্ধের নেপালি ভক্ত এসে কবির কল্যাণে কবিকে বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনিয়েছিলেন। এই কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গৌতম বুদ্ধকে 'মহানমানব' বলে বন্দনা করেছেন।

> "এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
> সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন।"[৩]

পত্রপুট (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থে ১৭ সংখ্যক কবিতা ও *নবজাতক* (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থের 'বুদ্ধমূর্তি' কবিতার ভাববস্তু এক। *পত্রপুট* কাব্যগ্রন্থের ১৭ সংখ্যক কবিতা ১৯৩৭ সালে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' নামে প্রকাশিত হয়। কবিতাটির অন্য একটি রূপ *নবজাতক* কাব্যগ্রন্থের ১৯৩৮ সালে 'বুদ্ধভক্তি' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সালে জাপান ভ্রমণে এসে রবীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন চীনের উপর জাপানের ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সেই সময়ে জাপানের কোনো এক সংবাদপত্রে তিনি পাঠ করেছিলেন। কবিতার শুরুর প্রথমেই লেখা আছে-

> "জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।"[৪]

অসাধারণ এক বাণী নিক্ষেপ করলেন, এ যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তরের এক অভিপ্রেত। *নবজাতক* কাব্যগ্রন্থের 'বুদ্ধভক্তি' কবিতায় বুদ্ধের প্রসঙ্গ-

> "বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
> দয়াময় বুদ্ধের কাছে।"[৫]

পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত অনেক কবিতায় বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। কবিতাগুলি হলো 'বোরোবুদুর', 'সিয়াম প্রথম দর্শনে', 'সিয়াম বিদায় কালে', 'বুদ্ধদেবের প্রতি', 'বুদ্ধজন্মোৎসব' (১), 'বুদ্ধজন্মোৎসব' (২), 'প্রার্থনা' প্রভৃতি। *পরিশেষ* কাব্যগ্রন্থে 'বোরোবুদুর' কবিতায় কবির ভাষায় সেই অনন্ত ধ্বনির উচ্চারণ- "বুদ্ধের স্মরণ লইলাম।"[৬] এ যেন পাঠকের বুদ্ধানুস্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়। 'সিয়াম প্রথম দর্শনে' (১৯২৭) কবিতায় কবি বুদ্ধের বাণীকে সকরুণ সান্ত্বনার ধারা বলেছেন-

> "মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,

বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।
আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে।”[৭]

‘সিয়াম বিদায় কালে’ (১৩৩৪) কবিতায় সিরামের কাছে ভারতের দান যুগে যুগে ফিরে এসেছে। কবি আর সিরামের ধর্মে, কর্মে তাহার স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে বৌদ্ধ ভারতের দানকে অতি সহজেই চিনেছেন-

“পরাইনু গলে
বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে
অম্লান কুসুম যার ফুটেছিল বহুযুগ আগে।”[৮]

‘বুদ্ধদেবের প্রতি’ (১৯৩১) প্রশস্তিমূলক কবিতায় কবি প্রেমের বার্তা ও মুক্তির বাণী প্রচারিত করেছিল। কবিতায় সারনাথের প্রসঙ্গও আছে। সারনাথে সিংহলী ভিক্ষু দেবপ্রিয় ধর্মপাল দ্বারা মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক কবিতাটি রচিত হয়েছিল-

“চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।”[৯]

‘বুদ্ধজন্মোৎসব’ (১৩৩৩) কবিতায় কবি গৌতম বুদ্ধকে ‘দানবীর’ আহ্বান করছেন।

“এসো দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু,লয় সবার অহংকার ভিক্ষা।”[১০]

বুদ্ধের বোধনমন্ত্রে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পাওয়া ও বায়ু প্রাণবান হয়ে উঠবে এটাই কবির বক্তব্য। ‘প্রার্থনা’ (১৯৩৩) কবিতায় পরের সম্পদের উপরে লোভ লালসা, মানুষকে নিপীড়ন করা ও সভ্যতার অসহিষ্ণু রূপ কবিতার তুলে ধরেছেন। সেইসাথে আক্ষেপে বলেছেন-

“ভগবান বুদ্ধ তুমি
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রই তব জন্মভূমি।”[১১]

‘জলপাত্র’ (১৯৩২) কবিতাটি শার্দূলকর্ণাবদানের আনন্দকর্তৃক অস্পৃশ্যা প্রকৃতির নিকট জল প্রার্থনা এবং প্রকৃতি ও আনন্দের কথোপকথন অবলম্বনে রচিত। কবিতাটি শুরু হচ্ছে গৌতম বুদ্ধকে প্রভু সম্মোধন করে-

“প্রভু, তুমি পূজনীয়। আমার কি জাত,
জান তাহা হে জীবননাথ।”[১২]

এই কবিতা অনুধাবন করলে অস্পৃশ্যতার কথা বর্ণবৈষম্যের কথা পাঠকের সামনে প্রতীয়মান হয়ে উঠবে। অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবৈষম্য বৌদ্ধ দর্শনে নেই, এ যেন তারই প্রতিফলন উক্ত কবিতায়। *পুনশ্চ* কাব্যের ‘শাপমোচন’ কবিতাটি মহাবস্তু অবদানের অন্তর্গত ‘কুশজাতক’ এর কাহিনীর উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাটি রচনা করেছেন। সৌরসেন, গান্ধাররাজ, মন্দরাজকন্যা প্রভৃতি চরিত্র ও স্থানের নাম লক্ষ্য করা যায়, যা বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যের চরিত্র ও স্থানের নাম। এছাড়া *চৈতালি* কাব্যগ্রন্থের ‘বৈরাগ্য’ কবিতায় সরাসরি কোনো প্রসঙ্গ উল্লেখ না থাকলেও বৌদ্ধ দর্শনের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। কবিতার শুরুতেই তা অনুভব করা যায়। *চিত্রা* (১৮৯৬)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 46 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাব্যগ্রন্থের 'এবার ফিরাও মোরে' (১৩০০) কবিতার ভিক্ষুক ও রাজপুত্রের প্রসঙ্গ এসেছে যা বৌদ্ধ সাহিত্যের চরিত্র-

"শুনিয়াছি,তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক।"[১৩]

রাজকুমার সিদ্ধার্থ যেমন জীবনের সকল সুখ ও ঐশ্বর্য ছেড়ে তপস্যার পথে নেমেছিলেন তেমনি এই কবিতায় রাজপুত্রের পরণে ছিন্ন কন্থা সেইকথা মনে করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের বৃহৎ পরিসরে রবীন্দ্রানুভূতিকে খুঁজতে গিয়ে বৌদ্ধযুগের বুদ্ধানুস্মৃতির সহিত বৌদ্ধ সাহিত্যের কাহিনী ও চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর সাহিত্যের বড়ো একটা অংশ। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়ে বৌদ্ধযুগের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কাব্য-কবিতায় এবং তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে ও কার্যকলাপের মধ্যে বৌদ্ধযুগ ও বৌদ্ধ অনুষঙ্গের কাছে বারে বারে ফিরে যেতে দেখা যায়। এমনকি তিনি নিজেই বৌদ্ধ দর্শনে অনুপ্রাণিত বহু দেশে পরিভ্রমন করেছেন এবং সেখানে বসেই কবিতা রচনা করেছেন, সেই কবিতায় বৌদ্ধযুগ ও বৌদ্ধ অনুষঙ্গ ব্যবহার যে লক্ষণীয় সেবিষয়ে আপনাদের সামনে বিস্তৃত আলোচনায় মধ্যেই সেটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর সেই বৌদ্ধযুগের মহামানব গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর দর্শনেরর আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসাহিত্যে বৌদ্ধযুগের সাহিত্যের কাহিনী ও চরিত্রকে নানাভাবে, নানা রঙে নিজের প্রতিভাবলে অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তিনি যুগের মহামানব, মনীষীদের, বিদ্বজনের, মহান আদর্শবান মানুষ ও বিখ্যাত মহাকবিদের যুগের কাছে ফিরে যেতে চান। অবশ্য তাদের মহান আদর্শে, ভাবাদর্শের, দর্শনের আকর্ষণে ও সেইসাথে জ্ঞান আরোহনের তাগিদে। তাঁর উদাহরণও আছে। তিনি নিজেই একবার আক্ষেপ করেছিলেন মহাকবি কালিদাসের যুগে জন্মগ্রহণ করতে পারেননি বলে। পূর্বে উল্লিখিত *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থের 'সেকাল' কবিতার কয়েকটি পংক্তি পুনরাবৃত্তি করতে হলো-

"আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
দৈবে হতাম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে।"[১৪]

কবিতার নাম 'সেকাল' অর্থাৎ প্রাচীন কাল বা অতীত কাল। সময় ও যুগের প্রতি আকর্ষণ তাঁর যে ছিল তা বোঝায় যায়। তেমনি তিনি বৌদ্ধযুগ ও গৌতম বুদ্ধের প্রতিও আসক্ত হয়েছিলেন। বৌদ্ধযুগ ও সেই যুগের মহামানব গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে আশা দাশ তাঁর *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন-

"বৌদ্ধযুগকে রবীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের 'সুবর্ণযুগরূপে' গ্রহণ করিয়াছেন।"[১৫]

রবীন্দ্র সমীক্ষা গ্রন্থে আরো একটি নজরকাড়া মন্তব্য হলো-

"বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' বলে অভিহিত করেছেন।"[১৬]

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ তাঁর *সমালোচনা* (১৮৮৭) পুস্তকের প্রথম নামাঙ্কিত 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে তিনি বলছেন-

"আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।"[১৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 46 - 53
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বুদ্ধকে কখনো ‘সর্বশ্রেষ্ঠ মানব’ ও তাঁর যুগকে কখনো ‘সুবর্ণযুগ’ বলে অভিহিত করে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর যুগের প্রতি শ্রদ্ধার বর্ষণ করেছেন। আর তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য ও কবিতার এই বিরাট জগতে বৌদ্ধযুগ ও বৌদ্ধ অনুষঙ্গকে বহুমাত্রিকরূপে হৃদয় থেকে স্মরণ ও প্রয়োগ করে পাঠককে মুগ্ধ করবেন তা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘ক্ষণিকা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩০৭, কলিকাতা, পৃ. ৭২
২. আচার্য, স্মরণ (সম্পাদিত), ‘স্মৃতির ছবি জীবন স্মৃতি’, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৫, পৃ. ১৩৭
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘জন্মদিনে’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৪৮, কলিকাতা, পৃ. ১৫
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'নবজাতক', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৪৭, কলিকাতা, পৃ. ১১
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'পরিশেষ', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৩৯, কলিকাতা, পৃ. ১৮৩
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬-৮৭
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬
১৩. সরকার, প্রবীর, ‘বিচিত্ররূপিনী : চিত্রা’, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১২
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘ক্ষণিকা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩০৭, কলিকাতা, পৃ. ৭২
১৫. দাশ, আশা, 'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি', ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৪৭৬
১৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'রবীন্দ্র-সমীক্ষা', দেজ, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৬৬
১৭. সেন, প্রবোধচন্দ্র, 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', দেজ, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৫৬